



36647 - মসজিদে নববী য়ি়ারতকালে য়ে ভুলগুলো ঘটে থাকে

প্রশ্ন

মসজিদে নববী য়ি়ারতকালে য়ে ভুলগুলো ঘটে থাকে সগেলো কি কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আলহামদুললিলাহ।

কছি কছি হাজীসাহবে মসজিদে নববী য়ি়ারতরে সময় য়ে ভুলগুলো করে থাকনে সগেলো বিভিন্ন রকমরে:

এক:

কছি কছি হাজীসাহবে বশ্বি়াস করনে য়ে, মসজিদে নববী য়ি়ারত করা হজ্জরে সাথে সম্পূক্ত। মসজিদে নববী য়ি়ারত না করলে হজ্জ আদায় হবে না। বরং কোন কোন জাহলে মানুষ য়ি়ারতকে হজ্জরে চয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাবনে। এমন বশ্বি়াস বাতলি। হজ্জ ও মসজিদে নববী য়ি়ারতরে মাঝে কোন সম্পর্ক নই। য়ি়ারত ছাড়াই হজ্জ পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং হজ্জ ছাড়াও য়ি়ারত পূর্ণ হয়ে যায়। কনিত্তু, মানুষ অনকে আগে থেকে হজ্জরে সফরে য়ি়ারত করে থাকে। য়েহেতু বারবার সফর করা তাদের জন্য কষ্টকর। আর য়েহেতু য়ি়ারত করা হজ্জরে চয়ে গুরুত্বপূর্ণ কছি নয়। কারণ হজ্জ ইসলামরে অন্যতম একটা রুকন, মহান ভিত্তিগুলোর অন্যতম; কনিত্তু য়ি়ারত সে রকম কছি নয়। আমরা এমন কোন আলমে জানি না, য়িনি বলছেন য়ে, মসজিদে নববী য়ি়ারত করা ওয়াজবি কথি়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবর য়ি়ারত করা ওয়াজবি।

তবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে য়ে হাদিসটি বর্ণনা করা হয় য়ে তিনি বলছেন: “যে ব্যক্তি হজ্জ আদায় করল কনিত্তু আমাকে য়ি়ারত করল না সে ব্যক্তি আমার সাথে রুঢ় ব্যবহার করল” রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নামে মথি়া হাদিস এবং দ্বীনরে স্বতঃসিদ্ধ বিষয়রে সাথে সাংঘর্ষকি। যদি এই হাদিসটি সাব্যস্ত হত তাহলে তাঁর কবর য়ি়ারত করা সব ওয়াজবিগুলোর মধ্যে সর্বাধিক তাগদিপূর্ণ ওয়াজবি হত।

দুই:

কছি কছি য়ি়ারতকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবররে চারদিকে তাওয়াফ করনে এবং হুজরার গুলি ও



দয়োলগুলো স্পর্শ করনে। এমনকি কটে কটে তাদরে ঠোঁট দিয়ে চুমো খান, দয়োলরে উপর নজিদেরে গাল রাখনে- এগুলো সবই গরহতি বদিত। কাবা ঘর ছাড়া অন্য কিছু চারদিকে তাওয়াফ করা নষিদিধ বদিত। অনুরূপভাবে স্পর্শ করা, চুমো খাওয়া ও গাল রাখা কাবা ঘররে নরিদষিট স্থানে করা শরয়িতসম্মত। তাই হুজরার দয়োলরে এ ধরণরে কর্ম পালন করার মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর থেকে আরও দূরে সরে যায়।

তনি:

কছু কছু য়িয়ারতকারী মসজদি নববীর মহেরাব, মম্বির ও মসজদিরে দয়োলকে স্পর্শ করে। এ সবকছু বদিত।

চার:

এটি হচ্ছে সবচয়ে জঘন্য। কছু কছু য়িয়ারতকারী বপিদাপদ দূর করার জন্য কথিবা নজিरे মাকছুদ পূর্ণ হওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকে। এটি মুসলমি মলিলাত থেকে বহষিকারকারী বড় শরিক; য়ে কাজরে প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট নয়। আল্লাহ তাআলা বলনে: “আর নশিচয় মসজদিগুলো (তথা সজিদার স্থানগুলো) আল্লাহর জন্য। কাজই তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে ডেকে না।”[সূরা জন্নি, আয়াত: ১৮] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: “আর তোমাদের বলছেনে, “তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে। নশিচয় যারা অহংকারবশে আমার ইবাদত থেকে বমিখ থাকে, তারা অচরিই জাহান্নামে প্রবশে করবে লাঞ্ছতি হয়ে।”[সূরা গাফরে, আয়াত: ৬০] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: “যদি তোমরা কুফরী কর তবে (জনে রাখ) আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। আর তনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দ করনে না।”[সূরা যুমার, আয়াত: ৭]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে **ما شاء الله وشئت** (আল্লাহ যা চায় এবং আপনি যা চান) বলতে শুনে এর সমালোচনা করে বলনে: তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানালে? বরং এককভাবে আল্লাহ যা চান।”[সুনানে ইবনে মাজাহ (২১১৮)] সুতরাং য়ে ব্যক্তি অকল্যাণ দূর করা ও কল্যাণ অর্জন করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকে তার ব্যাপারটি কিমেন হতে পারে? অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁকে লক্ষ্য করে বলছেনে: “(হে রাসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ যা ইচ্ছা করনে তা ছাড়া আমার নজিरे ভাল-মন্দরে উপরও আমার নজিरे কোন অধিকার নেই।”[সূরা আরাফা, আয়াত: ১৮৮] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: “বলুন, নশিচয় আমি তোমাদের কোন ক্ষতি বা কল্যাণরে মালকি নই। বলুন, আল্লাহর পাকাড়ও হতে কটেই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া আমি কখনও কোন আশ্রয় পাব না।”[সূরা জন্নি, আয়াত: ২১]

তাই মুমনিরে উচতি তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে তার স্রষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করা; যনি তার আশা বাস্তবায়ন করা ও ভীতি দূর করার ক্ষমতা রাখনে। মুমনিরে কর্তব্য হচ্ছে- নজি নবীর অধিকারগুলো জানা; যমেন- তাঁর প্রতি ঈমান আনা, তাঁকে ভালবাসা, প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁর অনুসরণ করা এবং এর উপর অবচিল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা। এ ছাড়া তনি



যভেবে বধিন দিয়ে গছনে ংর বরখলোফ করে আল্লাহর ইবাদত না করা ।